शाश्वती

२०२०

संस्कृतविभागः

एगरा सारदा शशिभूषण कलेज

शाब्दिका

द्वितीया संख्या

२०२०

प्रधान उपदेष्टारौ—ड. दीपक कुमार तामिलिः
ड. जनेशरञ्जन भट्टाचार्य्यः
विभागीय प्रधानः, संस्कृत विभागः, एगरा सादरा शशिभूषण कलेज
सम्पादकौ—ड. पञ्चाननपण्डा अध्यापक तन्मयसिं च
सदस्याः—अध्यापक तारापद मिश्रः
अध्यापिका अनीता पयड्या
अध्यापिका अन्तरा भट्टाचार्य्यः
अध्यापक चन्दन दाशअधिकारी

बि.एन.पाब्लिकेशन्
३ श्यामाचरण दे स्ट्रीट
कलिकाता—७३

সূচীপত্র

১. ''গীতোপনিষদ্'' ডঃ বিশ্বেশ্বরপাণিগ্রাহী ৯
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতালোকে জীবনযাপনম্ নিরূপ-মাইতিঃ ১৫
৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুরীত্যা ইন্দিয়সংযমচিন্তনম্ সুবীর দোলুই ২৩
৪. মানবীয়মূল্যবোধগঠনে গীতা শোধছাত্র: তরণীকুমারপণ্ডা ২৮
৫. শ্রীমদ্ভগবদ গীতায় প্রতিফলিত কর্মযোগ চিন্তন— অনিমা সাহু ৩৯
৬. শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কর্মসন্ন্যাসযোগ— অরিজিতা দাস ৪৯
৭. শ্রীমদভাগবদগীতায় মানব জীবন —দেবাশীষ দত্ত ৫৫
৮. চরিত্রগঠনে শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রভাব— দীপান্বিতা দাস (পয়ড়্যা) ৮৬
৯. গীতার আলোকে মানসিক প্রশান্তি— গার্গী হাজরা ৯৮
১০. গীতানুসারে আত্মসমর্পণ — ড. জগমোহন আচার্য ১০৭
১১. গীতালোকে মনুষ্য জীবন — জয়ন্ত মণ্ডল ১১২
১২. দৈনন্দিন জীবনে শ্রীমদ্ভগবদগীতা— ড. জিতেন্দ্র নাথ দাস ১২৮
১৩. মানবজীবন শ্রীমদ্ভগবদগীতা — কাঞ্চন বারিক ১৪০
১৪. যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ —মিলন ঘোড়াই ১৪৮
১৫. ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ— শুভঙ্কর পতি ১৬১
১৬. ব্যক্তিচরিত্র নির্মাণে গীতার উপদেশ— শান্তনু মণ্ডল ১৭৩
১৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মনুষ্যজীবন সত্যেন শীট ১৭৮
১৮. প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও কর্মযোগ—সৌরভ নায়ক ২০৫
১৯. শ্রীমদ্ভবদ্গীতোক্ত দিশায় মনোভূমির বিশ্লেষণ —মৈত্রেয়ী জানা ২১৬
২০. ভাগবতচিন্তাই ইন্দ্রিয়জয়ের মহৌষধ —সুব্রত মান্না ২৩০
২১. প্রসঙ্গো গীতার ভক্তিযোগ ও মনুষ্য জীবন—তন্ময় কুমার সিং ২৩৫
২২. গীতায় পিতৃযোগ ড. পঞ্চানন পণ্ডা ২৪৭
২৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা —জনেশরঞ্জন ভট্টাচার্য ২৫২
২৪. ধর্মশাস্ত্রময়ীগীতা—চন্দন দাশ অধিকারী ২৭৩

গীতানুসারে আত্মসমর্পণ

ড. জগমোহন আচার্য (সহকারী অধ্যাপক)
সংস্কৃত বিভাগ, খড়গপুর মহাবিদ্যালয়

অহং ভাব বিনাশের কারণ। অহং ভাবকে ত্যাগ না করলে মনে সমর্পণের ভাব জাগবে না। অর্জুন যে কাজ করার জন্য কুরুক্ষেত্রে নেমেছিলেন, তিনি তা না করে বিপরীত কাজ করতে ভেবেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে লাগলেন। অর্জুন নিজের স্বজনদেরকে দেখে আত্মীয়তার মোহে যুদ্ধ করতে রাজি নন। এ তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতা। কিন্তু এ দুর্বলতা তাঁর করণীয় কার্যের বিপরীত। এ তার কাপুরুষতা। কর্তব্য পালন না করে নিজের স্বজন দেখে ফিরে যাওয়া হচ্ছে পাপ। ধর্মের জন্য সংগ্রাম করতে অর্জুন নেমেছিলেন। আর স্বজনদের দেখে অধর্মের পক্ষ নিয়ে কর্তব্য থেকে সরে যাওয়া কাপুরুষতার পরিচয়। এটা অহং ভাবের পরিচয়। আমি আর আমার মধ্যে সীমিত থাকলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সমর্পণ ভাব মানুষকে সঠিকমার্গ দেখায়। কি করতে হবে তা জানতে অর্জুন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেন। অস্থিরমনা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, যা আমার কাছে শ্রেয় সেটি নিশ্চিত করে বলুন। অর্জুনের ভাষায়—

কার্পণ্যদোষাপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
য়চ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।
(গীতা, ২/৭)

অর্জুন রথের রথি হয়ে নিজের অহং ভাব দেখাচ্ছিলেন। অহংকার থাকলে শিষ্য হওয়া সম্ভব নয়। অর্জুন নিজের অহংকার ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। গুরুর উপদেশানুসারে সমর্পিত হয়ে কাজ করার ভাব যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ অহং যায় না। সমর্পণ ভাবের অন্তিম পরিণতি হল পূর্ণ সমর্পণ। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'করিষ্যে বচনং তব (গীতা, ১৮/৭৩), এই কথা থেকে অর্জুনের পূর্ণসমর্পণ অবগত হওয়া যায়।

শরণাগত হলে তাঁকে উদ্ধার করা উচিত। ত্যাগের দ্বারা যা কিছু সমর্পিত হয়, তা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে যায়। সমর্পণ ভক্তি মূলক হতে হবে। লোক